১. ফসলঃ লাউ

২. জাতঃ

- উচ্চ ফলনশীল জাতঃ লাউ এর উচ্চ ফলনশীল জাত গুলো হলো-

জাত	কোম্পানী	বীজ বপনের সময়
বারি লাউ-১,বারি লাউ-২	BARI	আগষ্ট-অক্টোবর, মার্চ-এপ্রিল
হাইব্রীড লাউ মার্শাল	ACI Seed (ACI)	সারা বছর চাষ করা হয় তবে জৈষ্ঠ মাস থেকে কার্তিক মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়
হাইব্রীড লাউ মার্টিনা	লালতীর সীড লি:	সারা বছর চাষ করা যায়
বারমাসী হাইব্রীড লাউ গ্রীন রুবি	মল্লিকা সীড কো. (MSC)	সারা বছর
হাইব্রীড লাউ কে.এস-৩	কৃষিবিদ গ্রুপ	সারা বছর চাষ করা যায়
হাইব্রীড লাউ বিএসএস-৩৩৩/প্রতিক, বিএসএস-৬৮৭	বেজো শীতল সীডস (বাংলাদেশ) লি: (BCSBL)	সারা বছর
হাইব্রীড লাউ গ্রীন ল্যান্ড, (উফশী-ক্ষেত লাউ, বারি লাউ, মাচা রাজ)	গেটকো এগ্রো ভিশন লি:	--
হাইব্রীড লাউ যমুনা, কাভেরী, কাজলা, পদ্মা	নামধারী মালিক সীডস (NMS)	--
হাইব্রীড লাউ ক্ষেত লাউ, হাইব্রি	এনার্জি প্যাক এগ্রো লি:	বপনের সময় অক্টোবর নভেম্বর

মাহিমা		
হাইব্রীড লাউ মাটিনা, ডায়না, বর্ষা, তাফসী, (উফসী- গ্রীন ডায়মন্ড, বারিলাউ, ক্ষেত লাউ)	লালতীর সীড লি:	সারা বছর চাষ করা যায়
হাইব্রীড লাউ লক্ষী, (উফশী- কাজল)	ম্যাপল	শ্রাবনের মাঝামাঝি থেকে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ইহা চাষ করা যায়

৩. উপযোগী জমি ও মাটিঃ লাউ প্রায় সব ধরনের মাটিতে জন্মে। তবে প্রধানত দোআঁশ থেকে এটেঁল দোআঁশ মাটি লাউ চাষের জন্য উত্তম।

৪. বীজঃ

- ভালো বীজ নির্বাচনঃ ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য গুলো নিম্নোরুপ-

✓ রোগমুক্ত, পরিষ্কার, পরিপুষ্ট ও চিটামুক্ত হতে হবে।

✓ সকল বীজের আকার আকৃতি একই ধরনের হবে।

বিশেষ পরামর্শঃ বাণিজ্যিক ভাবে চাষাবাদের ক্ষেত্রে এবং ভালো সুষ্ঠ বীজ নির্বাচনের জন্য কৃষক, নমুনা বীজ মাঠ পর্যায়ে পরিক্ষা করতে পারেন, এ ক্ষেত্রে বীজ গজানোর হার ৮০% এর বেশী হবে।

- বীজের হারঃ লাউ চাষের জন্যে একর প্রতি ৪০৫-৪১০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। তবে উচ্চ ফলনশীল জাতের ক্ষেত্রে বীজের প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশিকা অনুসরন করতে হবে।

- বীজ শোধনঃ ভিটাভেক্স ২০০ / টিলথ অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করে বীজ শোধন করা ভাল।

৫. জমি তৈরীঃ জমি চাষঃ বেশী পরিমাণ জমিতে লাউয়ের চাষ করতে হলে প্রথমে জমি ভালো করে আড়াআড়িভাবে চাষ ও মই দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে।

৬. বপন ও রোপন এর পদ্ধতিঃ

- বপন ও রোপন এর সময়ঃ শীতকালীন চাষের জন্য মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে বীজ বপন করা যেতে পারে। আগাম শীতকালীন ফসলের জন্য ভাদ্রের ১ম সপ্তাহে বীজ বুনতে হবে। তবে উচ্চ ফলনশীল জাতের ক্ষেত্রে বীজের প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশিকা অনুসরন করতে করতে হবে।

- মাদা তৈরীঃ লাউ চাষের জন্য ২×২ মি. দূরত্বে প্রতি মাদায় ৪-৫টি বীজ বোনা উচিত। এছাড়া পানিতে ভাসমান কচুরীপানার স্তুপে মাটি দিয়ে বীজ বুনেও সেখানে লাউ জন্মানো যেতে পারে।

৭. সার ব্যবস্থাপনাঃ

লাউ চাষে নিম্নরূপ পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হয়।

সারের নাম	জমি তৈরীতে প্রয়োগ (কেজি/হেঃ)	মাদাপ্রতি চারা রোপণের ৭-১০ পূর্বে প্রয়োগ	মাদাপ্রতি রোপণের ১০-১৫ দিন পর প্রয়োগ	মাদাপ্রতি রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর প্রয়োগ	মাদাপ্রতি রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর প্রয়োগ	মাদাপ্রতি রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর প্রয়োগ	সারের উৎস
গোবর	৫০০০	১০ কেজি	-	-	-	-	

ইউরিয়া	-	-	৩৩ গ্রাম	৩৩ গ্রাম	৩৩ গ্রাম	১৯ গ্রাম	
টিএসপি	৮৭.৫	৬০ গ্রাম	-	-	-	-	
এমপি	৫০	৪০ গ্রাম	২৭ গ্রাম	-	-	-	
জিপসাম	১০০	-	-	-	-	-	
জিংক সালফেট	১২	-	-	-	-	-	
বরিক এসিড	১০	-	-	-	-	-	
ম্যাগনেসিয়াম	-	৮-১০ গ্রাম	-	-	-	-	

* মাটির উর্বরতাভেদে সার ও তার পরিমাণ পরিবর্তিত হতে পারে।

৮. আগাছা দমনঃ

- সময়ঃ মাদাতে অথবা এর চার পাশে আগাছা হলে।
- দমন পদ্ধতিঃ হাত/নিড়ানীর সাহয্যে আগাছা দমন করতে হবে।

৯. সেচ ব্যবস্থাঃ

- সেচের সময়ঃ মাদার ও মাদার চার পাশের মাটি শুকায়ে গেলে।
- সেচের পরিমাণঃ কদাল দিয়ে মাটি আলগা করে হাল্কা সেচ দিতে হবে।
- নিষ্কাশনঃ কোন অবস্তাতেই গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকতে দেয়া যাবেনা।

১০. রোগ ও পোকামাকড় দমনঃ

রোগের নাম	লক্ষন	প্রতিকার	কীটনাসকের নাম	উৎস
পাউডারী মিল্ডিউ	পাতার উভয় পাশে প্রথমে সাদা সাদা পাউডারের মত দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে দাগগুলো বড়	১. জমির আশে পাশে কুমড়া জাতীয় অন্য যে কোন রকমের সবজি চাষ থেকে বিরত থাকা। ২. আক্রান্ত পাতা ও গাছ	থিয়োভিট ৮০ ডব্লিউজি	সিনজেনটা

	ও বাদামী হয়ে শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত লতা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়, ফল ঝরে পড়ে এমনকি সম্পূর্ন গাছ মরে যায়।	সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলা। ৩. থিয়োভিট ৮০ ডব্লিউজি- প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম থিয়োভিট মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ১৫ দিন পর পর সেপ্র করুন।		
		এমকোজিম ৫০ ডবলিউপি ৭০-৭৫ এম.এল / বিঘতে(৩৩ শতাংশ) ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।	এমকোজিম ৫০ ডবলিউপি	এ সি আই
		হেকোনাজল ৫ ই সি ২০০ মি লি প্রতি একরে (১ মিলি/ ১ লিটার পানিতে) স্প্রে করতে হবে।	হেকোনাজল ৫ ই সি	পদ্মাওয়েল কো. লি.
ডাউনি মিল্ডিউ	এর জন্য গাছের পাতা ধূসর হয়ে যায়। পাতায় সাদা পাউডার দেখা যায়	১. থিয়োভিট ৮০ ডব্লিউজি- প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম থিয়োভিট মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ১৫ দিন পর পর সেপ্র করুন।	থিয়োভিট ৮০ ডব্লিউজি	সিনজেনটা
পোকামাকড়ের নাম	লক্ষন	প্রতিকার	কীটনাসকের নাম	উৎস
মাছি পোকা	১. স্ত্রী মাছি কচি ফলে ডিম পাড়ে। ২. ডিম ফুটে কীড়াগুলো বরে হয়ে ফলের লাউ খায় এবং ফল পচে যায় ও অকালে ঝরে পড়ে।	১. প্লেনাম ৫০ ডব্লিউজি- আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে প্লেনাম মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ২. সবিক্রন ৪২৫ ইসি- প্রতি লিটার পানিতে ২ এমএল হারে মিশিয়ে ভালভাবে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করুন।	প্লেনাম ৫০ ডব্লিউজি, সবিক্রন ৪২৫ ইসি	সিনজেনটা

জাব পোকা	পূণবয়স্ক ও নিম্ফ উভয়েই ঝিঙ্গার পাতা, কচি কান্ড, ফুল ও ফলের কুঁড়ি, বোঁটা এবং ফলের কচি অংশের রস চুষে খায়। ফলে গাছ প্রথমে দুর্বল ও পরে হলুদ হয়ে যায়। গাছে ফুল ও ফল অবস্থায় আক্রমণ হলে ফুলের কুঁড়ি ও কচি ফল ঝরে পড়ে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে কচি ডগা মরে যায়।	১. আক্রান্ত পাতা, ডগা, ফুল পোকাসহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করা। ২. একতারা ২৫ ডব্লিউজি- আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে ২.৫ গ্রাম একতারা প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাব গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। ৩. প্লেনাম ৫০ ডব্লিউজি- আক্রমণের তীব্রতা বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে প্লেনাম মিশিয়ে ভালভাবে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।	একতারা ২৫ ডব্লিউজি, প্লেনাম ৫০ ডব্লিউজি	সিনজেনটা
		টিডো ২০ এস.এল-১০০-১০৫ এম এল / একর জমিতে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।	টিডো ২০ এস.এল	এ সি আই
কাঁটালে পোকা বা এপিল্যাকনা বিটল	এই পোকা পাতার শিরাগুরোর মাঝের অংশ খেয়ে ফেলে। মধ্য শিরা বাদে পাতার সমস্ত অংশ খেয়ে ঝাঝরা করে ফেলতে পারে। ফলের উপরি	১. পোকা সহ আক্রান্ত পাতা হাত বাছাই করে মেরে ফেলতে হবে। ৩. এক কেজি আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি স্প্রে করতে হবে	ভাঙ্গা নিম বীজ	

	ভাগের কিছু অংশ খেয়ে ফেলতে পারে অথবা ছোট ছিদ্র করতে পারে			

১১. বিশেষ পরিচর্যাঃ বাউনী দেয়া লাউয়ের প্রধান পরিচর্যা। চারা ১২-১৫ ইঞ্চি উঁচু হতেই ১.০-১.৫ মিটার উঁচু মাচা তৈরি করতে হবে । বাউনী দিলে ফলন বেশী ও ফলের গুনগত মানও ভালো হয়।

মাছি পোকা দমনের বিষটোপ

লাউ ফসলে বিষটোপ ফাঁদ ব্যবহার করে মাছি পোকার আক্রমণ কমানো সম্ভব। বিষটোপের জন্য ১০০ গ্রাম পাকা মিষ্টি কুমড়া কুচি কুটি করে কেটে থেতলিয়ে ০.৫ মিলি লিটার(১২ ফোটা)নগস অথবা ডিডিভিপি ১০০ তরল এবং ১০০ মিলি লিটার পানি মিশিয়ে ছোট একটি মাটির পাত্রে রেখে ৩টি খুঁটির সাহায্যে মাটি থেকে ০.৫ মিটার উঁচুতে রাখতে হবে।খুঁটি তিনটির মাথায় অন্য একটি বড়আকারেরমাটির পাত্র রাখতেহবে।

বিষটোপ গরমের দিনে ২ দিন এবং শীতের দিনে ৪ দিন পর্যন্ত রাখার পর তা ফেলে দিয়ে নতুন করে আবার তৈরী করতে হবে। মাছি পোকার সংখ্যা বিবেচনা করে প্রতি হেক্টরে ২০-৪০টি বিষটোপ ব্যবহার করা যেথে পারে।

শোষক শাখা অপসারণঃ গাছের গোড়ার দিকে ছোট ছোট ডালপালা হয়। সেগুলোকে শোষক শাখা বলে। এগুলো গাছের ফলনে এবং যথাযত শারীরিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘ্যাত ঘটায়। কাজেই গাছের গোড়ার দিকে ৪০ - ৫০ সেমি পর্যন্ত ডালপালাগুলো ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে।

কৃত্তিম পরাগায়নঃ লাউ প্রধানত মৌমাছির দ্বারা পরাগায়ন সম্পন্ন হয়। প্রাকৃতিক পরাগায়নের মাধ্যমে বেশি ফল ধরার জন্য হেক্টরপ্রতি দু'টি মৌ কলোনী স্থাপন করা প্রয়োজন। কারণ ফুলের রং সাদা হওয়াতে এতে মৌমাছিসহ অন্যান্য পোকা ভ্রমন কম করে। কৃত্তিম পরাগায়ণের মাধ্যমে লাউয়ের ফলন ৩০ -৩৫ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

লাউয়ের ফুল ঠিকমত রৌদ্র পেলে দুপুরের পর ফোটা শুরু হয় এবং রাত ৭ -৮ টা পর্যন্ত ফোটা অব্যাহত থাকে। ফুল ফোটার দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত পরাগায়ন করতে হয়। পুরুষ ফুল সংগ্রহের পর পাপড়ি অপসারণ করা হয়, পরাগধানী আস্তে করে স্ত্রী ফুলের গর্ভমূন্ডে ঘষে দিতে হবে । একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ২ -৩টি স্ত্রী ফুল পরাগায়ন করা সম্ভব।

১২. ফসল কাটাঃ

- সময়ঃ চারা গজানোর ৬০-৬৫ দিন পর লাউ গাছ ফল দিতে থাকে। স্ত্রীফুলের পরাগায়নের ১০-১৩ দিনের মধ্যে ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয়। ফল আহরণ একবার শুরু হলে তা দুই আড়াই মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।
- পদ্ধতিঃ সাধারনত হাত দিয়ে ধারালো ছুরি দারা লাউ, ক্ষেত থেকে সংগ্রহ করে হয়।
- উৎসঃ

১৩. পরিবহণ ব্যবস্থাঃ

- পরিবহনের সময়ঃ ফসল সংগ্রহের পর প্রথমে ডালিতে কলা পাতা বিছিয়ে তার উপর লাউ সাজায়ে রাখতে হবে যাতে কোনো দাগ না পরে।
- পরিবহণের মাধ্যমঃ সাধারনত দালিতে করে পরিবহন করা হয় তবে বেশি আকারে হলে ট্রাকের মাধ্যমেও পরিবহন করে হয়।

১৪. প্যাকেজিং:

- প্যাকেজিংপদ্ধতিঃ প্যাকেজিং এর জন্য ফুড রেপিং পেপার, পেরফোরেটেড পেপার, ঝুড়ি, খাঁচা, প্লাস্টিক কেস, ব্যবহার করা জেতে পারে।

১৫. সংরক্ষণ পদ্ধতিঃ

- স্বল্প পরিসরেঃ ৮-১০ দিন সংরক্ষণ করা যায়।

১৬. বাজারজাত ব্যবস্থাঃ

- বাজার ব্যবস্থাঃ পার্শবর্তী কোনো হাট-বাজারে বিক্রয় করতে পারেন।

১৭. তথ্যের উৎসঃ AIS, BARI, কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, ekrishok.com, krishitey.com, ruralinfobd.com

১৮. সর্বশেষ সংযোজন (তারিখ): July, 2014

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন- info@ekrishok.com